17 MAY 201
৬ 2

প্রার্থিতা বাতিল উপাচার্যবিরোধী প্যানেলের ৩৫ শিক্ষকের

ঢাবির সিনেটে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ ও বাম সমর্থিত শিক্ষকদের দ্বন্দ্ব চরমে। বাতিল করা হয়েছে উপাচার্যবিরোধী প্যানেলের ৩৫ জনের প্রার্থিতা। এতে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। আওয়ামী লীগের হাইকমান্ড থেকে এর আগে দ্বন্দ্ব নিরসনে উদ্যোগ নেয়া হলেও তা ভেস্তে গেছে বলে জানা গেছে। এমন পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও নীল দলের সিনিয়র শিক্ষকদের নিয়ে বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা।

মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান স্বাক্ষরিত ৬৯ সদস্যের একটি প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়। তাতে নীল দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. নাজমা শাহীনের নেতৃত্বাধীন অংশের ৩৪ সদস্য এবং সাদা দলের ৩৫ সদস্যের নাম রয়েছে। নীল দলের এই অংশটির ৩৫ সদস্যের প্যানেলের একজন আগেই প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন। এদিকে এই তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন উপাচার্যবিরোধী অংশের নেতৃত্বাধীন অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক মুহাম্মদ সামাদ, অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামালসহ ৩৫ সদস্যের নীল দলের আরেকটি প্যানেল। কী কারণে ৩৫ জনের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে এ বিষয়ে জানতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ও নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীনকে ফোন করা হলে তিনি রিসিভ করেননি। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামানকে ফোন করা হলে, তিনি মিটিং আছেন জানিয়ে ফোন কেটে দেন।

এদিকে নীল দল সূত্র আরও জানায়, দ্বন্দ্ব নিরসনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ এবং সংকট চরমে পৌঁছলে মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এবং তার বিরোধী প্যানেলের শিক্ষকরা গণভবনে যান। দুপুর ১টার দিকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক শুরু হয়। শেষ হয় বেলা সাড়ে ৩টার দিকে। বৈঠকে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এবং শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গেছে। শিক্ষকরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেই দুপুরের খাবার ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

প্রার্থিতা বাতিল উপাচার্যবিরোধী

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

খেয়েছেন বলে সভা সূত্র জানায়। বৈঠকে শিক্ষকদের ১৫ সদস্যের প্রতিনিধি দলে উপাচার্য ছাড়াও তার বিরোধী অংশের শিক্ষকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামাল, অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ার হোসেন, অধ্যাপক মুহাম্মদ সামাদ, অধ্যাপক সাদেকা হালিম, অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা, অধ্যাপক ড. গোলাম রাব্বানী, অধ্যাপক ড. হুমায়ুন আখতার, সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, সহকারী অধ্যাপক আবদুর রহীম প্রমুখ।

বৈঠকের বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামাল যুগান্তরকে বলেন, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে সবাই বুঝতে পেরেছেন আমাদের প্রার্থিতা বাতিলের বিষয়টি আইনসিদ্ধ নয়। তবে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তই আমাদের জন্য চূড়ান্ত কথা। কারণ তিনি আমাদের অভিভাবক। তার সিদ্ধান্তের বাইরে কোনো কিছু আমরা করব না। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রীকে আমরা সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে প্রার্থী নির্বাচন, নীল দলের মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটি ও অবস্থা এবং সর্বশেষ আমাদের প্রার্থিতা কীভাবে বাতিল করা হল তা বিস্তারিত জানিয়েছি। তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আমাদের কথা শুনেছেন।

এদিকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বের হয়ে মঙ্গলবার বিকালে নীল দলের উপাচার্যবিরোধী অংশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন কার্যালয়ে এক বৈঠকে বসেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, যেহেতু প্রধানমন্ত্রী তাদেরকে ডেকেছেন এবং পুরো বিষয়টি শুনেছেন, তাই তারা আর প্রার্থিতা বাতিলের বিষয়ে আইনি লড়াইয়ে যাচ্ছেন না। এ বিষয়ে নীল দলের সাবেক আহ্বায়ক অধ্যাপক মোহাম্মদ সামাদ যুগান্তরকে বলেন, আমাদের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই। আমাদের এখনও আইনি লড়াইয়ের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু আমাদের অভিভাবক প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা সেদিকে যাচ্ছি না। এ বিষয়ে নীল দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. নাজমা শাহীনকে ফোন করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি। পরে অধ্যাপক ড. শফিউল আলম ভূইয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি যুগান্তরকে বলেন, যতটুকু জেনেছি দলের বাইরে গিয়ে যারা দাঁড়িয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী তাদেরকে প্যানেলের পক্ষে কাজ করতে বলেছেন। অন্য প্যানেলটির প্রার্থিতা বাতিলের বিষয়ে তিনি বলেন, আমরা তাদের আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয়ে অভিযোগ করেছিলাম। কিন্তু ঠিক কী কারণে তাদের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে তা আমি বলতে পারছি না। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনার ভালো বলতে পারবেন।